Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা ইসলাম

রোলঃ 227021315

৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা ইসলাম

রোলঃ 227021315

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা ইসলাম, আইডিঃ 227021315 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Farhana Islam

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারহানা ইসলাম

আইডিঃ 227021315

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য অনেক বড় নিয়ামত। পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তান পৃথিবীতে আসে এবং তাঁরা সন্তানের জন্য অনেক কষ্ট করেন। তাই তাঁদের মর্যাদা যেমন অনেক তেমনি তাঁদের প্রতি সন্তানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী শব্দ হলো পিতা-মাতা। মানুষের প্রধানতম ফরজ বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ইমান আনয়ন ও তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য। এরপরেই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। একজন সন্তানের ক্ষেত্রে এই কর্তব্য পালনের সবচেয়ে উত্তম হকদার হলেন পিতা-মাতা। কারণ কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين احسانا .اما يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভৎর্সনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।"

(সূরা আল ইসরা আয়াত ২৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সংগে সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তারা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ না করার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন মূলত আল্লাহর আদেশ মান্য করার অন্তর্ভুক্ত। পিতামাতাই পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় আপনজন। তাদের মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। তাঁদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। তাই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান

করা আমাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা সচেষ্ট থাকা।

হাদিসে বর্ণিত আছে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি (তিরমিজি-১৯০৪)

তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আবশ্যক যা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেবে ইনশাআল্লহ।

ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার

ইসলাম পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। ইসলামের বিধানমতে, আল্লাহ তা'য়ালার পরেই পিতা-মাতার স্থান।

এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের উফ্ (বিরক্তি ও অবজ্ঞামূলক কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বলো, "হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।"

(সূরা-১৭ ইসরা-বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪)।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন, 'আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।' (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত: ১৪)।

'আর আমি (আল্লাহ) মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন তাদের পিতা- মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে; তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন ও অতি কষ্টে প্রসব করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।' (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫)।

আরও বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬)।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পরেই মা-বাবার অধিকার। সেই অধিকার কিভাবে আদায় করতে হবে, সেটাও বলা হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদিসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)- এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসুল কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?' তিনি বললেন 'তোমার মা'; সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'; সে আবারও বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে পুনরায় বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা'। (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)।

প্রিয় নবী (সা.) আরও এরশাদ করেন, 'জান্নাত মায়ের পদতলে'। (মুসলিম)

মাতা-পিতার খেদমত না করার কারণে যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো, রাসুল (সা.) তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন।

হাদিস শরিফে এসেছে-একদা জুমার দিনে রাসুল (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! তার পর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! এরপর খুতবাহ দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আজ যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখিনি (আপনি একেক ধাপে পা রেখে আমিন! আমিন!! আমিন!! বললেন); এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?'

নবী করিম (সা.) বললেন: না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়; বরং আমি মিম্বারে ওঠার সময় হজরত জিবরাইল (আ.) এলেন, আমি যখন মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি (রাসুল (সা.) সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক)। আমি যখন মিম্বারের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম,আমিন! আমি যখন মিম্বারের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনল, কিন্তু দরুদ (নবীজির প্রতি শুভকামনা) শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন!

নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও যাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।'

হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, 'আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।' (সুরা-১৯ মারিয়াম, আয়াত: ৩০-৩২)

বনি ইসরাইলের নবী হজরত মুসা (আ.)-এর প্রতিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আর আমি বনি ইসরাইল থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা- মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ৮৩)।

পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদের অধিকারী ও উত্তরাধিকারী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আর পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ যদি তার সন্তান থাকে; আর যদি সন্তান না থাকে, তবে পিতা-মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবেন, এমতাবস্থায় তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ১১)।

রাসুল (সা.)-এর জমানায় বিখ্যাত এক আশেকে রাসুলের ঘটনা আমরা জানি। যিনি প্রিয় নবীজি (সা.)-কে দেখেননি। সেই আশেকে রাসুলের নাম হজরত ওয়াইস আল করনি (রা.)। প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জমানায় থেকেও তিনি সাহাবি হতে পারেননি মায়ের সেবা করার কারণে। তবে এতে করে তাঁর মর্যাদা কমেনি; বরং তিনি সম্মানিত হয়েছেন। একবার ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীজির কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ। এখন আমি কি করতে পারি?' নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, 'আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরী ও বেশি ফজিলতের কাজ।' শুধু তা-ই নয়, নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি জুব্বা তার জন্য রেখে যান এবং বলেন, 'মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি; আমার ইন্তেকালের পর আমার এ জুব্বাটি তাকে উপহার দেবে।' নবীজি (সা.) জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে এবং তিনি বলেন, 'হে ওমর! ওয়াইস আল করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমাদের ওয়াইস করনির মতো মায়ের সেবা ও খেদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দিন। আমিন।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আমল

মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার বা উত্তম আচরণ আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ-
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَا لِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
كُ الي الْمَصِيرُ

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে, (নির্দেশ দিচ্ছি) যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।"

(সুরা লোকমান: আয়াত ১৪)

আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, 'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে ঈমানের নেয়ামত লাভের কারণে; আর পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করতে হবে সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালনের কারণে।

উলামায়ে কেরামগণের মতে, 'আল্লাহ তাআলার পর কৃতজ্ঞতা ও সদ্ব্যবহার (ইহসান ও শোকর) ভাল কাজের সম্পৃক্ততা, আনুগত্য ও মান্যতা পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত মাখলুক হলো- পিতা-মাতা। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ইবাদতের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ত করেছেন তারা হলো পিতা-মাতা।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, 'সময় মতো নামাজ আদায় করা। আমি (আবার) বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার।' (বুখারি)

প্রিয় নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় ইসলামের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজের পরপরই পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

وقضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبا لُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا
فَلَا تَقُلْ لهُمَا أَبِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّنِي صغيرًا

'আর তোমাদের রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাদের কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের সঙ্গে 'উফ' শব্দ ব্যবহার করবে না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং (দোয়া করে) বল, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন; যেভাবে তারা শৈশবে আমাদের লালন-পালন করেছেন।'

(সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৩-২৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ বার তাগিদের সঙ্গে বলেছেন, 'তার নাক ধুলামলিন হোক'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসুল! লোকটি কে? রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেল অথবা তাদের যে কোনো একজনকে জীবিত পেল অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।' (মুসলিম)

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ব্যক্তি (তিলাওয়াতকারী) কে?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'হারিসা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন,) 'পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী।

(আল-মুস্তাদরাক, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ৪ খ, প. ১১৫।)

ইয়ামেনে উওয়াইস করনি নামে একজন মুসলমান বাস করতেন। মায়ের খেদমতে মশগুল থাকার ফলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষৎ করতে পারেননি। কিন্তু মায়ের খেদমতের বদৌলতে আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত। অর্থাৎ তাঁর দুআ কবুল করা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বলেন, 'সম্ভব হলে তাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অবেদন করবে।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইয়ামেনের একটি সাহায্যকারী দলের সাথে তিনি খলিফার দরবারে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট দুআ চাইলে তিনি তাঁর জন্য দুআ করেন।" মায়ের খেদমতের সুবাদেই তিনি এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

সুতরাং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

পিতা-মাতার দোয়া কবুলযোগ্য

আল্লাহ রাববুল আ'লামীন মা-বাবার মর্যাদা এতো বেশী দিয়েছেন যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। মা-বাবা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন তবে তা কবুল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহ কবুল করে নেন।

এক কথায় সন্তানের বিরুদ্ধে মা-বাবা যে কোন দোয়া বা বদদো'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব এ ব্যাপারে মা-বাবা ও সন্তানের সর্বদা সাবধান থাকতে

হবে। যেন সন্তানের কোন আচরনে মা-বাবার অন্তর থেকে' উহ্' শব্দটি যেন বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রাগ হয়ে মা-বাবা যেন মনে বা মুখে কোন বদদোয়া না করেন। সব অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে।। প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে না হলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

যেমন হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

অথাৎ-হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুললাহ সাললাললাহু আলাইহি ওয়াসাললাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির দো'আ ব্যর্থ হয় না।

১. মজলুমের দো'আ
২. মুসাফিরের দো'আ ও
৩. সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আ

তবে সন্তানের বিরুদ্ধে মা-বাবার দো'আ করা সমীচিন নয়। যেমন হাদিসে এসেছে, রাসুল (সাঃ) বলেন,

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا على خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন'। (ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ১০/১৫২।)

পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় :

পিতা-মাতার খিদমত করলে আল্লাহ বেশী বেশী সৎ আমল করার সুযোগ দেন এবং আয়-রোযগারে বরকত দান করেন। যেমন হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'। সালমান ফারসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

। لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا البر

তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'। অর্থাৎ যেসব বিষয় আল্লাহ দো'আ عباد فعليكم ينزل ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত লাভ হয়। যাতে নির্ধারিত আয়ুসীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে (মিরকাত, মির'আত)। কেননা মানুষের রুজি ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয়না। অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

إِنَّ الدُّعَاء يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ

অর্থাৎ, 'যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয়নি সবক্ষেত্রেই দো'আ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো দো'আ করা'।

(৬২. আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

৬৩. মিরকাত ৭/৩০৮৯, হা/৪৯২৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৪. আহমাদ হা/১৩৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮। ৬৫. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।

৬৬. ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ'রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত

হা/৮২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।)

পিতা-মাতার প্রতি করণীয়

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো-

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো-

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

পিতা-মাতার জন্য অর্থ ব্যয়

যেভাবে সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে সেভাবে সন্তানের সম্পদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ –

'হে নবি! লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা। (সূরা বাক্বারা: ২১৫)

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, 'আমার পিতা তার ইচ্ছামতো আমার সম্পদ ভোগ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাজির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল, অসহায় ও কপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না। একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (ইবনে মাজাহ)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাদের প্রয়োজন-মাফিক ব্যয় করবে। তারা যা আদেশ করেন তা যদি গুনাহের কাজ না হয়, তা মেনে চলবে। (আদ দুররুল মানসুর, ৫খ, পৃ. ২৪৯)

পিতা-মাতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার

পিতা-মাতার খিদমত ও অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ। এ তো আখিরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা খাটি অন্তরে মাতা-পিতার খিদমত করে ও অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ দুনিয়াতেও তাদের পুরস্কৃত করেন। বস্তুত নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বয়ং নিজের সাথীদেরকে তিন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের পূর্বের যুগে তিন ব্যক্তির একটি দল কোথাও যাত্রা করেছিল, যাত্রাপথে রাত যাপনের জন্য একটি গুহাতে তারা আগমন করে এবং তাতে প্রবেশ করে। অকস্মাৎ পাহাড় থেকে একটি পাথর খসে পড়ে এবং বন্ধ করে দেয় তাদের উপর গুহামুখ। এমন অসহায় অবস্থায় তারা বলাবলি করছিল, তোমাদেরকে এ পাথর হতে মুক্ত করতে পারবে-এমন কিছুই হয়ত নেই। তবে যদি তোমরা নিজ নিজ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া কর নাজাত পেতে পার। তাদের

একজন বলল: হে আল্লাহ! আমার বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাদেরকে খাবার দেওয়ার পূর্বে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য-স্ত্রী-সন্তান ও গোলাম-পরিচারকদের কাউকে রাতের খাবার-দুগ্ধ-পেশ করতাম না। একদিনের ঘটনা: ঘাসাচ্ছাদিত চারণভূমির অনুসন্ধানে বের হয়ে বহু দূরে চলে গেলাম। আমার ফেরার পূর্বেই তারা ঘুমিয়ে পরেছিলেন। আমি তাদের জন্য রাতের খাবার-দুগ্ধ দোহন করলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম তারা ঘুমাচ্ছেন। তাদের আগে পরিবারের কাউকে- স্ত্রী-সন্তান বা মালিকানাধীন গোলাম-পরিচারকদের দুধ দেয়াকে অপছন্দ করলাম। আমি পেয়ালা হাতে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, এতেই সকাল হয়ে গেল। অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন এবং তাদের-রাতের খাবার-দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি এ খেদমত যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে এ পাথরের মুসিবত হতে আমাদের মুক্তি দিন। তার এই দোয়ার ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, এভাবে বাকি ২ জন ব্যাক্তি ও উত্তম কাজের উসিলা করে দু'আ করলেন ফলে আল্লাহর রহমতে গুহার মুখ খুলে গেল। সুবহানাল্লাহ। পিতা-মাতার প্রতি এই কর্তব্য পালন ওই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলেন যা তাকে বিপদমুক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

পিতা-মাতার বদ দুয়া কে ভয় করুন

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন প্রকারের দু'আ অবশ্যই মঞ্জুর করা হয়, তাতে কোন রকম সন্দেহ নেই। নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের প্রতি মা বাবার বদ-দু'আ।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩৮৬২)

،حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لم يتكلم في الْمَهْدِ إلا ثلاثة عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي .إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرِيج ، كان يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أَجِيبها أو أصلي فقالَتِ اللهم لا تمتهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُؤْمِسَاتِ، وَكَانَ جريج فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ ،لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فأمكنته مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْج فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي .قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ .قَالَ لَا إلا مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي

مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ .ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَمَصُّ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ - فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ .فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا .فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَة، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ .وَلَمْ تَفْعَلْ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। ঈসা ('আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হতো। একদা 'ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ্! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার 'ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ উযূ সেরে 'ইবাদত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার 'ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে। (তৃতীয় জন) বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত করো না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি যেন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ্! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন।

আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সুতরাং পিতা-মাতার সাথে এমন আচরণ করা যাবেনা, যাতে তারা কষ্ট পেতে পারেন। সর্বদা উত্তম আচরণ ও বিনয় অবলম্বন করে চলতে হবে। কারণ তাদের বদ দুয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।

অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি আচরণ

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মা শপথ করেন আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না।

আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করেন,

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ في ما ليس لك به علم فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ الي 8 ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَا تَبْلَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার অংশীদার স্থির করার জন্য যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করছিলে।" (সূরা লুকমান আয়াত ১৫)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কোনো মা-বাবা সন্তানকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বললে সে তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের এই নির্দেশ পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।' ইমাম তাবারি (রহ.)

বলেন, 'অমুসলিম মা-বাবার যে নির্দেশ আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক নয় তা অনুসরণ করাও সন্তানের জন্য আবশ্যক।'

আলোচ্য আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, মা-বাবা অমুসলিম হলেও সন্তান তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।
আল্লাহর অবাধ্যতার প্রশ্ন না থাকলে তাদের নির্দেশ মান্য করবে। ঈমান ও ইসলামের হুমকি না থাকলে অমুসলিম মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-এর যুগে আমার মা রাগিবা (অমুসলিম) আমার কাছে এলেন। আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার সঙ্গে কি আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৯৭৮)

এই ক্ষেত্রে অমুসলিম ও মুরতাদ (ইসলামচ্যুত) মা-বাবার মধ্যে পার্থক্য আছে। শরিয়তে মা-বাবা যদি মুসলিম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না।

কুরআনে বর্ণিত কিছু দুয়া:

দু'আ: ১

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন
(সূরা ইসরা, আয়াত: ২৪)

দু'আ: ২

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।

(সূরা নূহ, আয়াত: ২৮)

দু'আ: ৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়েন।

(সুরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪১)

দু'আ : ৪

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং যারা আমাদের পূর্বে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ
করেছে, তাদেরকেও ক্ষমা করুন।

(সুরা হাশর, আয়াত: ১০)

দু'আ: ৫

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ كُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে আর তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ; তুমি মহা পরাক্রমশালী, মহা বিজ্ঞ।"

(সূরা গাফির আয়াত ৮)

কবর যিয়ারতের দু'আ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা রাসূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারত করতে গিয়ে বললেনঃ"হে মৃত্যুবাসিন্দা মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে অচিরেই মিলিত হবো।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২৩৭)

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত

আল্লাহ রাববুল আ'লামীন মা কে এত মর্যাদাবান বানিয়ে দিয়েছেন যে, উনার পায়ের নিচে রয়েছে সন্তানের বেহেস্ত। যেমন হাদিসে এসেছে,

عن معاوية بن جَاهِمة السلمي أن جامعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ يَا رَسُولَ الله أردت أن الغزو وقد جنت استشيرك فقال :هل لك مِنْ أَمْ .قَالَ نعم .قَالَ : فَالزمها

فَإِنَّ الجَنَّة تَحْتَ رجليها .

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম, হ্যা। তিনি বললেন, 'তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তার পায়ের নীচে'। কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যা। তখন তিনি বললেন, 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন?

তিনি বললেন, হ্যা। রাসূল (সাঃ) বললেন, ارجع فبرها 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যা। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, ويحك الزم رجلها فثم الجنة তোমার ধ্বংস হোক। তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে।

(নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫)।

কোরআন হাদিসের আলোকে মায়ের বিশেষ মর্যাদা

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

روسليان الإنسان بوالديه حملة الله وقنا على ومن وفصالة في عامين أن الشكر لي ولوالديك إلى النصير

আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই

বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই (লোকমান ৩১/১৪)। মা এতো মর্যাদাবান যে, তার পদতলে সন্তানের জন্নাত রয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে,

على معاوية من جامعة السلمي أن جامعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ الغرق موقد جنت استشيرك فقال :هل لك من أن ؟ قال نعم قال فقرتها فإن الجنة تحت رجليها

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তার পায়ের নীচে' [১] কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, زمهُمَا فَإِنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে। [২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করছি। জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সাঃ) বললেন,ارجع فبرها 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, وَيُحك الزم رجلها فثم الجنة 'তোমার ধ্বংস হোক। তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে'[৩]

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহাশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে দিল। নবী (সাঃ) ঘরে

আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে? সে তার ছেলে দু'টির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন'। [৪]

তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী। (১) গর্ভধারণ (২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো। হাদিসে এসেছে,

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال بجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امن احل بحسن صحابتي قال بأنك قال ثم من قال بأنك مال بلم من قال بأنك لان ثم من قال بكم أبواك

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল। আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা' (৫) অন্য হাদিসে এসেছে,

عن أبي هريرة قال قال رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله من أحق بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبواك ثُمَّ انتاك ادتي

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী' [৬] অন্যত্র এসেছে,

عَنِ الْمِقْدام بن معد يكرب أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ

يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللهَ يُوْصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে

তোমাদের তিনবার উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন'। [৭]

সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার মা, তারপর পিতা, তারপর ছেলে-মেয়ে, তারপর দাদাগণ-নানাগণ ও রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়গণ। যেমন চাচা ও ফুফুগণ, মামা ও খালাগণ। এরপর পর্যায়ক্রমের নিকটাত্মীয়গণ। এরপর রক্তসম্পর্কীয় গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হালাল বা বৈধ)। যেমন- চাচতো ভাই, চাচাতো বোন, মামাতো ভাই, মামাতো বোন ইত্যাদি। এরপর শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এরপর খাদেম বা কর্মচারীদের সাথে স্তর অনুযায়ী। এরপর প্রতিবেশীদের সাথে। এর মধ্যে যার বাড়ীর কাছে সে বেশী হকদার, এভাবে পর্যায়ক্রমে দূরের আত্মীয়-স্বজন। [৮]

মায়ের খেদমত করলে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মাফ করে দেন। কোন ব্যক্তি পাপ করলে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম তাদের মায়ের খেদমত করার পরামর্শ দিতেন। যেমন হাদিসে এসেছে,

،عن ابن عباس أنه أنه رجل فقال :إلى خطبت ادراة، قالت أن تلكمبي، وخطبها غيري فأحيث أن للكحة، فيرت عليها فقلتها، فهل لي من تربة؟ قال بأنك حية قال إلا قال بلب إلى الله على وجَلَّ، وتقرب إِلَيْهِ ما استطعت قدمات فسالت ابن عباس يام سألته عن حياة أيه؟ فقال إلى لا أعلم عملا أقرب إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَرَ الْوَالِدَة

ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। (আতা' রহঃ বলেন) আমি ইবনে আববাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন?

তিনি বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই'। [৯] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

الك والدان حَيَّان أو أحَدُهُمَا؟ قَالَ :لا ، قال يتقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه، فقنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ، فَقَالَ لوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبْوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجوت له اله ليس شيء احط الذُّنُوبِ مِنْ بِرَ الْوَالِدَيْنِ

'তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার পিতা-মাতা বা তাদের একজন যদি জীবিত থাকত তাহলে তার জন্য আশা করতাম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ অপেক্ষা গুনাহ মোচনকারী আর কিছুই নেই'। [১০]

[১]. নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।

[২]. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।

[৩]. ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১২৪৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৪।

[৪]. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯; হাকেম হা/৭৩৪৯, সনদ ছহীহ।

[৫]. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।

[৬]. মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; ছহীহুল জামে' হা/১৩৯৯।

[৭]. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০; ছহীহাহ হা/১৬৬৬; ছহীহুল জামে' হা/১৯২৪।

[৮]. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম হা/২৫৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[৯]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৭।

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সন্তানের করণীয়

আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় সালামা গোত্রের একব্যক্তি এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসুল! মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর তাদের সাথে আমার সদ্ব্যবহার করার কিছু অবশিষ্ট আছে কি?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। ৪টি কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পার-

১. তাদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২. তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করা।

৩. তাদের সাথে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা।

৪. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(আবু দাউদ ৪ খ, পৃ. ৩৩২, হাদিস নং ৫১৪২, আল-মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪)

পিতা-মাতার জন্য দুআ করা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, 'এই মর্যাদা বৃদ্ধি কিভাবে হলো?' বলা হবে, 'তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি নেক আমল যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে-

১. সদকায়ে জারিয়া। (মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি)

২. তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

৩. তার সৎ সন্তান যারা তার জন্য দুআ করতে থাকে।

(মুসলিম শরিফ, ৩খ, পৃ. ১২৫৫ হাদিস নং ১৬৩১)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো মাতা- পিতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তেকাল করলো যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে তাদের জন্য সর্বদা দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ৪২১)

পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে আরয করলো, 'আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছি। ইতোমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দাসী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মিরাস হিসেবে দাসিটিও তুমি ফেরত পাবে। মহিলা আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল। তাঁর যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো?' তিনি বললেন, 'তুমি তার কাযা রোযা আদায় করো। সে বললো, 'আমার মা কখনও হজ্জ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করবো?' তিনি বললেন, 'তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

(মুসলিম শরীফ, ২খ, পৃ.৮০৫, হাদিস নং ১১৪৯)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তার যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে। আমি কি তাঁর রোযাগুলো আদায় করবো?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মায়ের যদি কোনো ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না?' লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করতাম।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।

পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার পিতার বন্ধুদের ব্যাপারে যত্নবান হও। তাদের সাথে সম্পক ছিন্ন করো না, (যদি ছিন্ন করো) তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার নুর বিলুপ্ত করে দেবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বড়ো সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (মুসলিম শরিফ, ৪খ, পৃ. ১৯৭৯।)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আরব বেদুইন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হলো। ইবনে উমর তাকে সালাম দিলেন এবং তার সাওয়ারি গাধার উপর তাকে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়িও তাকে দিয়ে দিলেন। (তার এক সফরসঙ্গী) ইবনে দিনার বলেন, আমরা তাকে (আবদুল্লাহকে) বললাম, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে কল্যাণ দান করুন। তারা তো গ্রামবাসী। তারা অল্প কিছু পেলেই তাতে সন্তুষ্ট হয়। (দু- দিরহাম দিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট হতো, এতো সমাদরের কি দরকার ছিল?)' আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ লোকটির পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির সর্বোত্তম সৎকাজ হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (নাদরাতুন নাইম ৩খ, পৃ. ৭৭৪।)

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মদিনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আবু দারদা! তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান?' আমি বললাম, 'তা তো জানি না।' ইবনে উমর বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার মৃত পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে চায়, তার উচিত, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, 'ভাই! আমার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আপনার পিতার ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তার হক আদায় করতে চাই।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রেহেম' (আত্মীয়তা) শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভত। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সাথে

সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো। (বুখারি শরীফ)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।'

জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারি শরিফ, হাদিস নং ৫৯১১)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়স্বরূপ তা রক্ষা করে, বরং সে ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে তা পূনঃস্থাপন করে। (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ২৫৫৮)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। রেহম (আত্মীয়তা)-কে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রেহম শব্দটি আমি আমার (রহমান) নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে, আমি তাকে (আমার রহমতের সাথে) সংযোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে; আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। (আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অপেক্ষা কোনো পাপই এত জঘন্য নয় যে, এ পাপীকে আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই এ পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তার জন্য তা জমা করে রাখেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা: বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পাপ এতই জঘন্য যে, দুনিয়াতে শীঘ্রই এ পাপের শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু দুনিয়াতে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেই এ পাপ মোচন হবে না, বরং পরকালেও এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশসমূহের এ পরিমাণ পরিচয় অর্জন করো, যাতে তোমরা নিজেদের আত্মীয়তার হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা রক্ষা করার মাধ্যমে আপনজনদের মাধ্যে সম্প্রীতি অর্জিত হয়, ধন-সম্পদ ও হায়াত বৃদ্ধি পায়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি। আমার তওবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি?' তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা জীবিত আছে কি?' সে বললো, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কোনো খালা জীবিত আছে কি?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাও, তাঁর খেদমত করো। ব্যাখ্যা: তওবা ছাড়া কবিরা গুনাহ মাফ হয় না। আর মায়ের অবর্তমানে খালার সাথে সদাচরণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য সহায়ক। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালার খেদমত করার আদেশ করেছেন।

সাইদ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পিতার অধিকার যেমন সন্তানের উপর রয়েছে, তেমনি ছোট ভাইয়ের ওপরও বড়ো ভাইয়ের অধিকার রয়েছে।'

পিতামাতার সাথে আচার-আচরণের লক্ষণীয় দিক

এখানে কতগুলো আদব বা শিষ্টাচারের বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমাদের জন্য মেনে চলা উচিত এবং পিতা-মাতার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করলে আমাদের জন্য তা যথাযথ হবে। আমরা আশা করতে পারি যে, আমরা তাদের কিছু ঋণ পরিশোধ করতে পারব এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর তাদের ব্যাপারে যা ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন তার কিছু হলেও বাস্তবায়ন করতে পারব, যাতে আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে খুশি করতে পারি, আমাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হয়, আমাদের জীবন পবিত্র হয়, আমাদের কর্মকাণ্ডসমূহ সহজ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের হায়াতে (জীবনকালে) বরকত দান করেন।

সে আদব তথা শিষ্টাচার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কিছু বিষয় নিম্নরূপ-

১. পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাদের সাথে অবাধ্য আচরণ থেকে বিরত থাকা।

২. তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

৩. বিনয় ও নম্রতার ডানা বিছিয়ে দেওয়া।

৪. তাদেরকে ধমক দেওয়া থেকে দূরে থাকা।

৫. তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা।

৬. তাদের নির্দেশে খুশি হওয়া এবং তাদের কারণে রাগ ও দুঃখ প্রকাশ পরিহার করা।

৭. তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

৮. তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করা।

৯. তাদের সামনে আদব ও সম্মান রক্ষা করে বসা।

১০. সেবা অথবা কোনো অবদানের ক্ষেত্রে খোঁটা পরিহার করা।

১১. মায়ের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

১২. কাজের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা।

১৩. তাদেরকে বিরক্ত করা থেকে দূরে থাকা।

১৪. তাদের সামনে তর্ক-বিতর্ক করা ও ঝগড়া-বিবাদের উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

১৫. তাদের ডাকে দ্রুত সাড়া দেওয়া।

১৬. সন্তানদেরকে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে অভ্যস্থ্ করা।

১৭. পিতামাতার মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হলে তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সমাধান করে দেওয়া।

১৮. তাদের নিকট প্রবেশ করার সময় অনুমতি প্রার্থনা করা।

১৯. তাদেরকে সবসময় আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

২০. তাদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করা এবং তাদের মতামত চাওয়া।

২১. তাদের সুনাম রক্ষা করা।

২২. তাদের নিন্দা করা ও মনে আঘাত দেওয়া থেকে দূরে থাকা।

২৩. তারা নির্দেশ না দিলেও এমন কাজ করা, যা তাদেরকে আনন্দ দেয়।

২৪. তাদের স্বভাব ও মেজাজ বুঝা এবং সেই অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা।

২৫. তাদের জীবদ্দশায় তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২৬. তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য নিচের কাজগুলো করা-

ক. সন্তান স্বয়ং নিজেই ভালো হয়ে যাবে। অর্থাৎ গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করা।

খ. তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

গ. তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

ঘ. তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা।

ঙ. তাদের পক্ষ থেকে দান-সাদকা করা।

- এ হলো কতিপয় বিষয়, যেগুলোর দ্বারা আমরা যথাযথভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারি।

পিতা-মাতার বদলা

পিতার বদলাঃ

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لا يجزي ولد والده، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে (মুসলিম, দারিমী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, তাহাবী)।

মায়ের বদলাঃ

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاء ظَهْرِهِ، يَقُولُ :إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ

ثُمَّ قَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا ؟ قَالَ :لا، وَلا بِزَفْرَة وَاحِدَةٍ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ :يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تَكَفَّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا.

অনুবাদ: আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, "আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি"। অতঃপর সে ইবনে উমার (রাঃ)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা

(বায়হাকী, কানযুল উম্মাল)

সুতরাং হাদিস থেকে বোঝা যায় পিতা-মাতার বদলা হয়না। আল্লাহর পরে যারা আমাদের জন্ম থেকে অতুলনীয় কষ্ট, পরিশ্রম, ত্যাগ করে যাচ্ছেন তাদের কি বদলা হয়! এই পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আদর-যত্ন, আগলে রাখার মনোভাব শুধু পিতা-মাতার দ্বারা ই সম্ভব।

পিতা-মাতার সেবায় ইব্রাহিম আলাই সালাম এর উদাহরণ

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে বরং অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় পিতার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا - يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وليا -

যখন তিনি তার বাবাকে বললেন, হে বাবা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার বাবা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হলো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার বাবা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হতে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে' (মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর উদাহরণ:

ইয়াহইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী- রাসূলই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّاআর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন

তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না' (সুরা, মারিয়াম ১৯/১৪)।

ওসামা বিন যায়েদের উদাহরণ:

তাঁর মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) ওসামাকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল (সাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর।

মুহাম্মদ ইবনু সীরীন বলেন,

،كَانَتِ النَّخْلَةُ تَبْلُغُ بِالْمَدِينَةِ أَلْفًا، فَعَمَدَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَطَعَهَا مِنْ أَجْلِ جُمَّارِهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ :إِنْ أُمِّي اشْتَهَتْهُ عَلَيَّ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ أَمِّي أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،إِلَّا فَعَلْتُهُ

অর্থাৎ, মদীনায় খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাজার দিরহামে পৌঁছে যায়। ওসামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করব না।

মায়ের সেবায় অনন্য যিনি

হুমায়ুন আইয়ুব: হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) (৮০৪-৮৭৪ খ্রি.)। ইরানের বোস্তান শহরে জন্ম।
তার নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছেন। মায়ের সেবা করে তিনি অনন্য হয়ে আছেন
ইতিহাসের পাতায়। এক রাতে হজরত বায়েজিদ পড়াশোনা করছিলেন। মা ডেকে বললেন, বাবা
বায়েজিদ আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। তিনি পানি আনতে গিয়ে দেখেন,ঘরের মশকে পানি নেই। পাশের কূপ থেকে মশক ভর্তি করে

পানি এনে দেখলেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন ছিল শীতকাল। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সারা রাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন সন্তান বায়েজিদ। খুব ঠান্ডায় হাত যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফজরের আজানের আগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠেন বায়েজিদের মা। দেখেন বায়েজিদ তার মাথার পাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন, বাবা বায়েজিদ তুমি আমার মাথার পাশে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তিনি বলেন, মা আপনি পানি চাইলে মশকে পানি না থাকায় পাশের কূপ থেকে পানি নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যায়। এসে দেখি আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আপনার কষ্ট হবে বলে ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করিনি। আপনি কখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি খোঁজ করেন। আর যদি হাতের নাগালে পানি

না পান হয়তো কষ্ট পাবেন, এ কথা ভেবে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বায়েজিদের কথা শুনে

মায়ের আনন্দে বুক ভরে যায়। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে মা আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার বায়েজিদকে সুলতানুল আরেফীন হিসাবে তোমার বন্ধুর দফতরে অতি মর্যাদার আসন প্রদান কর। সুলতানুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) বলেন, সেদিন মাতৃ হৃদয়ে সেই অকপট প্রাণখোলা দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার বর্তমান এ অবস্থা। কারণ মহানবী (সা.) বলেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবার থেকে ফেরত যায় না। মজলুম, মুসাফির, পিতা-মাতার দোয়া।

পিতা-মাতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা

আমর ইবনে মুররা আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের সম্পদের যাকাত দিই, রমযানের রোযা রাখি। তার একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি এসব কাজের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করল, সে কেয়ামতের দিন নবি, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে (একথা বলে তিনি হাতের পাশাপাশি দুটি আঙ্গুল উঠিয়ে দেখালেন)। তবে শর্ত হলো, সে যেন মাতা- পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হয়।

(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩খ, পৃ. ৩২৯; তাবারানি, বনু খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান)

ব্যাখ্যা: মাতা-পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হওয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং ইমান ও আমলে সালেহ থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না।

মাতা-পিতার নাফরমানদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগি ও দান-সাদাকা কোনোটাই কবুল করেন না। তারা হচ্ছে-

১. মাতা-পিতার নাফরমান।

২. দান করে খোঁটা দানকারী।

৩. তাকদীর অস্বীকারকারী।

(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩ খ. পৃ. ৩২৭।)

পরিবার থেকে বহিস্কার করলেও মাতা-পিতার নাফরমানি করা যাবে না। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি আদেশ প্রদান করেন। তন্মধ্যে দুটি হলো-

১. আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

২. কখনো মাতা-পিতার নাফরমানি করো না, যদিও তারা তোমাকে নিজের সম্পদ ও পরিবার-পরিজন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।
(আত-তারগিব ওয়াত-তারহিন, ৩ খ, পৃ. ৩২৯)

নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তার নাক ধুলিমলিন হোক। তার নাক ধূলিমলিন হোক। তার নাম ধুলিমলিন হোকা' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! কে সে? (অর্থাৎ কার ব্যাপারে আপনি এমন আক্ষেপ প্রকাশ করছেন?) তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না। (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-২৫৫১)

কাব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিম্বরের কাছে এসো জামায়েত হও।' আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করে বললেন, 'আমিন।' দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে পুনরায় বললেন, আমিন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে আবারো বললেন, 'আমিন।' তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, 'আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, 'জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমিন (আল্লাহ কবুল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাইল আ.) বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরুদ পড়ল না। আমি বললাম, আমিন। আমি মিম্বরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের কোনো একজনকে পেল, অথচ সে জান্নাত অর্জন করতে পারলো না। আমি বললাম, আমিন।

(আল-মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪। ইবনে হিব্বান, ১ খ., পৃ. ৩১৫)

ব্যাখ্যা: বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। শরীর ক্রমাগত শক্তিহীন, দুর্বল ও নিস্তেজ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি একপর্যায়ে চলাফেরা করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। তখন দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তারা পরনির্ভরশীল তথা সন্তান-সন্ততির ওপর পূর্ণ

নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অপরদিকে বার্ধক্যের চাপে ও চতুর্মুখী রোগ- যাতনায় তাদের মেজাজ খিটখিটে, কথাবার্তা কর্কশ, আচার-আচরণ রূঢ় হয়ে যায়। এ সময়টা হয় মানুষের জন্য চরম দুর্দিন। বান্দার এ অসহায় ও দুর্দিনে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিশেষ করুণার হাত প্রসারিত করেন এবং দয়া ও রহমতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সন্তানের জন্য মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হিসাবে পরিগণিত করা হয় এবং তাদেরকে সন্তানের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ মাতা- পিতার এ কঠিন মুহূর্তে তারা যে সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেন।

পক্ষান্তরে যে সন্তান তার অস্তিত্ব, জন্ম, শৈশব ও কৈশোর জীবনে তার জন্য মাতা-পিতার সীমাহীন ত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে তাদের অবাধ্য হয় এবং তাদের নাফরমানি করে ও তাদের মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেন।

বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে বা তাদের কোনো একজনকে পেয়েও যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তারা ধ্বংস হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ কথাটি জিবরাইল আ. বললেও এ কথাটা জিবরাইল আ.-এর নয় বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। জিবরাইল আ. তো হচ্ছেন বাণীবাহক মাত্র। আল্লাহ তাআলার এ ফায়সালার প্রতি জিবরাইল আ.-এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফায়সালাকে বিনা বাক্যে গ্রহণ করেছেন, বরং তিনি এর সাথে পূর্ণ একাত্ম হয়ে এ ফায়সালা কার্যকরী করার জন্য আমিন বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। উম্মতের শাস্তির কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। উম্মতের ইহকাল ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁর নবুয়্যতি জীবনের মিশন। তা সত্ত্বেও মাতা-পিতার নাফরমান এবং তাদের মনে কষ্ট দানকারী সন্তানের ধ্বংসের জন্য তিনি বদদোয়া করেছেন। কাজেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে যদি তারা তওবা করে এবং

নিজেদের ভুল স্বীকার করে মাতা-পিতার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তাদের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর মাতা-পিতা মারা গেলে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে খালেসভাবে তওবা করে, মাতা-পিতার জন্য দুআ ও দান-সাদাকা করতে থাকে এবং পিতা-মাতার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের সাথে ও পিতা-মাতার বন্ধু মহলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকে,তাহলে আশা করা যায় যে, তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে।

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়। ২. মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান। ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্থ।

(আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন, 'হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুলযোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালঙ্ঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা-পিতার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।'

(আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯-৩০)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না-

১. মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান।

২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী।

৩. দাইয়্যুস।

আর তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না-

১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।'

২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি।

৩. দান করে খোঁটাদানকারী।

কানে শোনো না, কতবার বলতে হবে

বৃদ্ধ পিতা বারান্দায় বসেছিলেন আর ২৮/৩০ বছরের যুবক ছেলে উঠানে কাঠ ফাঁড়ছিলো। এমন সময় একটা কাক এসে উঠানের পাশে গাছের ডালে বসে। বৃদ্ধ পিতা জিজ্ঞাসা করেন, বাবা! ওটা কী? ছেলে জবাব দেয়, বাবা। ওটা কাক। বৃদ্ধ হওয়ার দরুন স্মৃতিশক্তি কিছুটা লোপ পেয়েছিলো। তাই এক মিনিট না যেতেই আবার জিজ্ঞাসা করেন, বাবা! ওটা কী? এবার ছেলে উঁচু আওয়াজে উত্তর দেয়, কাক।

আওয়াজের পার্থক্য বুঝতে পারছেন তো? আবার আধা মিনিট না যেতেই জিজ্ঞাসা করেন, বাবা! ওটা কী? তখন খুবই কর্কশ ভাষায় বলে: কানে শোনো না, কতবার বলতে হবে: ওটা কাক।

বৃদ্ধ বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ থাকার পর বলেন, বাবা! আলমারী থেকে ঐ ডায়েরিটি নিয়ে আসো তো। যুবক ডায়েরি নিয়ে আসে। বৃদ্ধ এক পৃষ্ঠা বের করে বলেন: এখানে পড়ো।

সে দেখে, ১নং: এটা কী? কাক।

২নং: এটা কী? কাক।

৩নং: এটা কী? কাক।

এভাবে সিরিয়াল দিয়ে ২০তম পর্যন্ত কাক লেখা আর পাশে তারিখও লেখা। বৃদ্ধ বললেন: তারিখ দেখো তো এই লেখা কত আগের? ছেলেটা হিসাব করে দেখে যে, আজ থেকে ২৫/২৭ বছর পূর্বের তারিখ। অর্থাৎ এই ছেলের বয়স তখন দুই বা আড়াই বছর হবে।

ছোটো বয়সে সন্তানেরা পিতামাতাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তখন পিতামাতা কী আবেগ-আগ্রহ, মায়া-মমতা আর ভালোবাসা নিয়ে সন্তানের ডাকে সাড়া দেন, তা একমাত্র পিতামাতাই বলতে পারেন। অন্য কেউ তা বুঝবে না, ভাষায়ও ব্যক্ত করতে পারবে না।

এবার বৃদ্ধ পিতা গর্জে উঠে বললেন, 'ওরে নরাধম। তুই যখন ছোট্ট ছিলি। তখন আমিও সংসার চালানোর জন্য একদিন প্রচণ্ড রোদ্রে এখানে কাঠ ফাঁড়ছিলাম। আর তুই এই ছায়ায় বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলি বাবা, এটা কী? আমি তোকে উত্তর দিচ্ছিলাম। আবার তুই জিজ্ঞাসা করছিলি আর আবার উত্তর দিচ্ছিলাম। সেদিন আমি এক-দু'বার নয় বরং বিশতম বারও তোর ডাকে একই রকম আগ্রহ, মায়া-মমতা আর ভালোবাসা নিয়ে সাড়া দিয়েছিলাম। আজ তোর এক-দুই বারেই মেজাজ গরম হয়ে গেল?!'

বলুন, উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে কি না? যদি সে যোগ্যসন্তান আর এই পিতার গায়ের রক্তের হয়ে থাকে, আমি মনে করি, শুধু উপযুক্ত নয় বরং উচিত শিক্ষা হয়েছে। আপনি আর আমি যদি পিতামাতার যোগ্য সন্তান হয়ে থাকি, তাহলে আমাদেরকেও এ ঘটনা থেকে উপদেশ আর শিক্ষা নেয়া উচিত।

মহান আল্লাহ তায়ালা পিতামাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন: وَلَا تَنْهَرْهُمَا অর্থ: সাবধান! পিতামাতার সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না।

(সূরা নং: ১৭, বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩)

পিতা-মাতার সাথে কাজের লোকের মতো আচরণ

আজ আমাদের সমাজের অবস্থা হলো, পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের সাথে কাজের লোকের মতো আচরণ করা হয়। যার বাস্তব চিত্র হলো: বৃদ্ধ পিতা চলতে পারেন না। তারপরও তাকে স্কুল/কিন্ডারগার্টেন ছুটি শেষে সন্তানকে আনতে পাঠানো হয়। কোনোদিন যদি কোনো কারণে নাতিকে নিয়ে বাসায় ফিরতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে সামান্য বিলম্ব হয়। তাহলে কি এই বৃদ্ধ পিতার উপায় আছে? নিশ্চয়ই না।

আখেরী জামানায় মানুষের এমন অবস্থা হবে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪ শত বছর পূর্বে বলে দিয়েছেন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ

الشَّعَرِ لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى

فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ

إِلَيْهِ سَبِيلاً .قَالَ صَدَقْتَ .قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ .قَالَ

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ .قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي

عَنِ الْإِحْسَانِ .قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ

يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ .قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ

السَّائِلِ ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا .قَالَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى

الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ

فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ، قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

.أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

অর্থ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমাদের কাছে এলো। তার পরণে ধবধবে সাদা কাপড় ও (মাথায়) কুচকুচে কালো চুল ছিল।

(বাহ্যতঃ) সফরের কোনো চিহ্ন তাঁর উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসলো; তার দুই হাঁটু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই তালুকে নিজ রানের উপরে রেখে বললো, হে মুহাম্মাদ। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে; যদি সেখানে যাওয়ার সঙ্গতি রাখো।" সে বললো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে!

সে (আবার) বললো, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান (দৃঢ় বিশ্বাস)রাখবে।” সে বললো, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।'

সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করলো যে, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, "ইহসান হলো এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।"

সে (পুনরায়) বললো, আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন, সেদিন কবে সংগঠিত হবে?)' তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি অবহিত নয়। (কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)"

সে বললো, '(তাহলে) আপনি তার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন।' তিনি বললেন, (তার কিছু নিদর্শন হলো এই যে) কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (যুদ্ধবন্দী এত বেশি হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র বকরীর রাখালদেরকে বড়-বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে।” অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল।

(হযরত উমর রা. বলেন) আমি অনেক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকলাম। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন “হে উমর! তুমি জানো, প্রশ্নকারী

কে ছিল?” আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূল বেশি জানেন। তিনি বললেন, ইনি জিবরাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখানোর জন্য এসেছিলেন।"

(সহীহ মুসলিম হাদিস: ১০২)

এই হাদিসের একটি বাক্য হলো: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا ইহার কয়েকটি ব্যাখ্যার একটি ব্যাখ্যা হলো, আখেরী জামানায় সন্তানেরা নিজেদের জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মায়ের সাথে এমন আচরণ করবে, যে আচরণ চাকর-চাকরাণী ও কাজের লোকের সাথে করা হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

চোখে দেখা শাস্তি

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রহ. বলেন: আমি একদিন সকালে আজিমপুর বাসা থেকে পায়ে হেঁটে মাদরাসায় পড়াতে আসছিলাম। কিছু দূর আসার পর এক অবাক কাণ্ড দেখতে পাই। এক যুবক তার বৃদ্ধ পিতার এক পা ও এক হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর বলছে "তোকে জ্যান্ত কবর দেবো" কিছুদূর টেনে আনার কারণে বৃদ্ধের পরিহিত পোশাক ছিঁড়ে যায়। এক পর্যায়ে বৃদ্ধ আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়ে বলে: আমার একটা কথা শোন, আমার একটা কথা শোন। তখন ছেলেটা তাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে একটা গালি দিয়ে বলে, যা বলার তাড়াতাড়ি বল্।

বৃদ্ধ বলে, বাবা। তুই আমাকে আর এক কদম সামনে নিস্ না। কারণ আমি আমার পিতাকে এভাবে ধরে এই পর্যন্ত টেনে এনেছিলাম। আজ সেই কৃতকর্মের সাজা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি। তুই যদি আমাকে আর এক কলম সামনে নিস। তাহলে হয়ত তুই আমাকে জ্যান্ত কবর দিবি না, কারণ তোর অন্তর এত পাষাণ না। কিন্তু নিশ্চিত তোর সন্তানেরা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। আর এ কথাকেই মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এভাবে বলেছেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرِنَ

অর্থ: দুনিয়াতে তোমাদের উপর যত বিপর্যয় আসুক না কেন; চাই তা পারিবারিক বিপর্যয় হোক বা সামাজিক বিপর্যয়, রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় বা আন্তর্জাতিক বিপর্যয়। আল্লাহ পাক বলেন: এটা মানুষের হাতের কামাই। অর্থাৎ সে হাত দিয়ে যা কামিয়েছে, তার-ই পরিণাম। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: (আমি বড় ক্ষমাশীল, দয়ালু) তাই তিনি অনেকাংশ মাফ করে দেন।

(সূরা নং: ৪২, শূরা, আয়াত: ৩০)

মহান আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে কিছু-কিছু গুনাহের শাস্তি নগদ দেন। দুনিয়ার মানুষ যাতে তা থেকে উচিত শিক্ষা নিতে পারে এবং আগামীতে অন্যরা সতর্ক হয়ে যায়। আর যে সমস্ত গুনাহের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নগদ দেন, তার মধ্যে এক নাম্বার হলো: পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি।

وَقضى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُيِّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا

كريما

অর্থ: হে নবী! (আপনার রব, আপনার খালেক ও মালেক আল্লাহ) ফায়সালা করে দিয়েছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন যে, তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তোমার যুবক বয়সে বা যৌবনকালে পিতামাতার কেউ অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তাদের সামনে উফ শব্দও বলবে না এবং ধমকও দেবে না বরং তাদের সাথে কোমল সূরে কথা বলবে।

পিতামাতাকে কষ্ট দিলে দুনিয়াতে এর ফল পেতেই হবে। এটা আমার কথা নয় বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كُلُّ ذُنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، يُعَجِلُ

لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে প্রত্যেক গুনাহের শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন। তবে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী ও পিতামাতার অবাধ্য সন্তানকে অথবা যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ৫৯১)

এই অপরাধে যারা অপরাধী, তাদের দুনিয়াতে কিছু না কিছু শাস্তি হয়েই যায়। একটু আগে বৃদ্ধ লোকটা কী বলেছিলেন?

এটা আমার হাতের কামাই। আমিও আমার পিতাকে হাত-পা ধরে এই পর্যন্ত টেনে এনেছিলাম। আজ তার শাস্তি পেয়ে গেলাম।

তাই আমাদের কর্তব্য হলো: আমরা আমাদের পিতামাতাকে কষ্ট দেবো না। বরং তাদের সাথে ভালো এবং সর্বোত্তম আচরণ প্রদর্শন করবো।

সমাজে এমন অনেক সন্তান আছে, যারা পিতামাতাকে ধমক দেয়, মারধর করে। আর এখন তো গর্ভধারিণী মাকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলে। এসবের মূল কারণ হলো, কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকা। আজ যদি সন্তানদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতাম, তাহলে কি তারা এই দুঃসাহস দেখাতে পারতো? কখনো না।

তাই বলবো: আমাদের যাদের সন্তান আছে, তারা এখনই সিদ্ধান্ত নিই। আদরের সন্তানকে কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করবো?

আমার মতামত হলো: আপনারা সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন, তাতে আপত্তি নেই। তবে অনুরোধ হলো: প্রথমে তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিন।

তাহলে পবিত্র কুরআনের প্রভাব তার অন্তরে পড়বে এবং সে কোনো দিন অবাধ্য হবে না।

অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কিছু নাসীহাহ

আপনার মা-বাবাকে কখনও অবহেলা করবেন না। তাদের ভালো-মন্দের দিকে সদা নজর রাখুন। তাদের সাথে কখনও রূঢ় ব্যবহার করবেন না কিংবা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে তারা মনে কষ্ট পান। সন্তান হিসেবে মা-বাবার কথা মেনে চলা আপনার উপর বাধ্যতামূলক। এখানে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। কাজেই, তাদের প্রতি সদয় আচরন করুন এবং তাদেরকে অবহেলা করা হতে বিরত থাকুন। আপনি জান্নাতে যাওয়ার ইরাদা করেছেন, অথচ আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী জান্নাত রয়েছে মায়ের পায়ের নীচে। মায়ের খেদমতে অবহেলা করার অর্থ আপনি জান্নাতকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। মা আপনাকে হাজারো কষ্ট ও যন্ত্রনা সহ্য করে নয় মাস গর্ভে ধারন করেছেন। তারপর আপনার জন্মের সময়ও তিনি অসহনীয় প্রসব বেদনাকে হাসিমুখে আপন করে নিয়েছেন। এরপর তিনি স্বার্থহীনভাবে আপনাকে স্তন্যপান করিয়েছেন এবং আপনার যাবতীয় দেখাশুনা করেছেন। তিনি আপনার মল-মূত্র পর্যন্ত পরিস্কার করেছেন অতি আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে। আপনার অসুস্থতার সময় তিনি উদ্বিগ্ন মনে আপনাকে কোলে নিয়ে নির্ঘুম সারারাত পার করেছেন এবং আপনার পাশে বসে রাতভর আপনার সেবা-যত্ন করেছেন। আপনার মা নিজের টাকা-পয়সার চিন্তা না করে আপনাকে সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন এবং আপনার আরোগ্যের জন্য দিনরাত আল্লাহর দরবারে দুআ করেছেন।

মনে রাখবেন, আপনাকে সাচ্ছন্দে বড় করে তোলার জন্য আপনার মা নিজের ভালো-মন্দের বাছ-বিচার করেননি। এতসব ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্বেও আপনি তার সাথে কিভাবে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন? তার কর্তব্যে অবহেলা করতে পারেন? তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারেন? বৃদ্ধাবস্থায় যখন আপনাকে তার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এমন কঠিন সময়ে আপনি তাকে ছেড়ে কিভাবে চলে যেতে পারেন? নিজের মাকে ক্ষুধার্ত রেখে কিভাবে আপনি পেট ভরে খেতে পারেন? কিভাবে নিজের মায়ের থেকে আপনার স্ত্রী ও বাচ্চাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন? কিভাবে নিজের মা'কে আপনি অবহেলা

করতে পারেন? কিভাবে আপনি তার উপস্থিতিতে বিরক্তিবোধ করতে পারেন আর কিভাবেই বা আপনি তার মৃত্যু কামনা করতে পারেন? সুবহানাল্লাহ! অথচ মা-বাবার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকি সামান্যতম 'উহ' শব্দ বলে বিরক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যদি আপনি নিজের মা-বাবার সাথে দূর্বব্যবহার করে থাকেন, এই দুনিয়ার বুকেই আপনি তার শাস্তি পেয়ে যাবেন। আপনার সন্তানরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না এবং আপনার অবাধ্যতা করবে। আর আখিরাতেও আল্লাহ তায়ালা থেকে আপনার অবস্থান হবে সবচেয়ে দূরবর্তী।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ،

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়েদেরকে কষ্ট দেওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।" ২২

শেষ কথা

মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত জান্নাতুল ফিরদাউস। এই লক্ষ্য পূরণে আমরা কত কি করি। অথচ আমরা কি জানি এই জান্নাত আমাদের ঘরেই আছে। তাঁরা হচ্ছেন আমাদের পিতা-মাতা।

" রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন", সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক। বলা হল হে আল্লাহর রাসূল (সা.) কে ধ্বংস হবে? জবাবে তিনি বলেন, যে তার মাতা-পিতা দু'জনের একজনকে অথবা দু'জনকেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না (সহিহ মুসলিম)।

জান্নাত কে যদি আমরা নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করি তবে পিতা মাতার সেবা, তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

বর্তমানে দেখা যায় বার্ধক্য অবস্থায় পিতা মাতাকে সন্তানেরা বোঝা মনে করে। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে তার ধ্বংস হোক, যারা পিতা মাতাকে বার্ধক্যে পেয়েও তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।

হয়ত এমন দিন আসবে যেদিন আব্বা বলে আম্মা বলে ডাক দিবেন! কিন্তু হায় আফসোস! আয় বাবা! আয় মা! এভাবে আদর করে বলার মত এই দুটি নিয়ামাত দুনিয়ায় থাকবেনা। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

তাই পিতা-মাতা বেঁচে থাকতে আমাদের উচিত তাঁদেরকে ছয় মাসে অন্তত একবার একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে শারীরিক চেকআপ করানো। বসা থেকে উঠতে গেলে হাঁটুতে ব্যাথা লাগে কিনা, ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে আছে কিনা, ঠিকমতো খাবারগুলো খেতে পারছে কিনা, রাতে ঘুম হয় কিনা, মনটা ভালো আছে কিনা সন্তানের শত ব্যস্ততার মাঝেও খোঁজ রাখতে হবে। এরপর জীবনে হয়তো অনেক সময় পাওয়া যাবে কিন্তু যত্ন করার মানুষগুলো একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। একজন বাবা পৃথিবীর এমন এক নেয়ামত, যিনি সারাজীবনের কষ্টার্জিত মহামূল্যবান

সম্পদগুলো অকাতরে সন্তানদেরকে দিয়ে দেন। যদি মা সন্তানদেরকে ৯ মাস পেটে ধারণ করে থাকেন; তবে বাবা সারাজীবন স্বীয় ব্রেইনের মধ্যে ধারণ করে চলতে থাকেন!!! পৃথিবীটা ততক্ষণই সুন্দর ও উপভোগ্য মনে হয় যতক্ষণ 'বাবা এবং মা' নামক সত্বার ছায়া মাথার উপর বিরাজমান থাকে। তাই বেঁচে থাকা অবস্থায় বাবা মায়ের কদর করতে হবে। চলে গেলে তাঁদের জন্য দু'হাত তুলে দু'আ করতে হবে।

আমাদের সকলের পিতা-মাতার স্থান যেন হয় আমাদের অন্তরে বৃদ্ধাশ্রমে নয়। আর এই পিতা-মাতার সেবা করার মাধ্যমে আমরা সন্তানেরা
যেন পেতে পারি জান্নাতুল ফিরদাউস এর চিরস্থায়ী নিয়ামত ইনশাআল্লহ। আল্লাহ তা'আলা সকলের পিতা-মাতাকে সুখে শান্তিতে রাখুন। আর আমাদের অন্তরে পিতা-মাতার জন্য যেন সর্ব অবস্থায় এই দু'আ থাকে-

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(সূরা ইসরা, আয়াত: ২৪)